পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

নিয়মাবলী

২৫-২৯ ডিসেম্বর, ২০০৪, পুরুলিয়ায়

অনুষ্ঠিত চতুর্দশ রাজ্য সম্মেলন পর্যন্ত সংশোধনীসহ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

২৫-২৯ ডিসেম্বর ২০০৫ পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত
চতুর্দশ রাজ্য সম্মেলন পর্যন্ত গৃহীত সংশোধনীসহ

১। নাম

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের এ্যাসোসিয়েশন ও ইউনিয়ন সমূহের একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি থাকবে। কো-অর্ডিনেশন কমিটির নাম হবে "পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি"—যা পরবর্তী ধারাগুলিতে "কো-অর্ডিনেশন কমিটি" বলে অভিহিত হবে। ইংরাজী ভাষায় এই কমিটি "State Co-ordination Committee of the West Bengal Government Employees' Associations & Unions' নামে অভিহিত হবে।

২। প্রধান কার্যালয়

কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কার্যালয় কালকাতায় অবস্থিত হবে।

৩। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্দেশ্য হবে ঃ

(ক) পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের এ্যাসোসিয়েশন ও ইউনিয়নসমূহের কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং তাদের একটি সমন্বয় সাধনকারী সংস্থার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করা।

(খ) রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের চাকুরী অথবা নিয়োগের শর্তাবলী থেকে উদ্ভুত সাধারণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সমস্যা ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের অবসরকালীন সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো এবং রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি ভোগ করার পথে প্রতিবন্ধকতাগুলি দুর করা।

(গ) কর্মচারীদের নিজেদের মধ্যে ও দেশের তথা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের

সাথে সৌভ্রাতৃত্ব ও শুভেচ্ছার ভাব সৃষ্টি করা এবং তাকে বৃদ্ধি করা। কর্মচারীদের চিন্তা, চেতনা ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন ঘটিয়ে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক সংগ্রামে তাঁদের সামিল করা। প্রয়োজনবোধে রাজ্য ও সর্বভারতীয় স্তরে ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক সংগঠন সমূহের সাথে সমন্বয় সাধনকারী সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করা।

(ঘ) প্রয়োজনবোধে কো-অর্ডিনেশন কমিটির আওতাভুক্ত এ্যাসোসিয়েশন ও ইউনিয়নসমূহের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা ও সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো।

(ঙ) উপরোক্ত লক্ষ্য পূরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা ও পরিচালনা করা।

৪। আর্থিক বছর

কো-অর্ডিনেশন কমিটি আর্থিক বছর ১লা জানুয়ারী থেকে শুরু হবে এবং পরবর্তী ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হবে।

৫। সদস্য পদ

(ক) কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্য পদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের এ্যাসোসিয়েশন ও ইউনিয়নসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এরকম যে কোন এ্যাসোসিয়েশন/ইউনিয়নকে সদস্যপদের জন্য লিখিত আবেদন করতে হবে এবং এরকম যে কোন আবেদনপত্রের উপর রাজ্য কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। আবেদনপেত্রর উপর সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে রাজ্য কাউন্সিল অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আবেদনকারী এ্যাসোসিয়েশন/ইউনিয়নের আওতাভুক্ত সদস্যদের বেতনক্রম, সরকারী দায়িত্ব এবং প্রশাসনে তাঁদের অবস্থান বিবেচনা করবে এবং এটা দেখবে যে কো-অর্ডিনেশন কমিটি আওতাভুক্ত প্রশাসনের নীচুতলার অধিকাংশ কর্মচারীদের সঙ্গে সেগুলির যেন কোন ব্যাপক অসঙ্গতি না ঘটে।

(খ) (১) প্রতিটি সদস্যভুক্ত এ্যাসেসিয়েশন অথবা ইউনিয়নকে বাৎসরিক পঞ্চাশ টাকা হারে সম্বন্ধীকরণ (এফিলিয়েশন) 'ফী' জমা দিতে হবে।

(২) প্রতিটি সদস্য এ্যাসেসিয়েশনকে অথবা ইউনিয়নকে মাসিক 'লেভি' দিতে হবে এবং সেই 'লেভির' পরিমাণ কেন্দ্রীয় কমিটি সংশ্লিষ্ট এ্যাসোসিয়েশন অথবা ইউনিয়নের আর্থিক সঙ্গতি এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে নির্ধারণ করে দেবে।

(গ) সদস্য এ্যাসোসিয়েশন/ইউনিয়ন যদি এ ধরনের কোন কাজ করে যা কেন্দ্রীয় কমিটির মতে কো-অর্ডিনেশন কমিটির স্বার্থের পরিপন্থী তবে সংশ্লিষ্ট এ্যাসোসিয়েশন /ইউনিয়ন শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে। এই ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক

কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট এ্যাসোসিয়েশন/ইউনিয়নকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে এবং সেই এ্যাসোসিয়েশন/ইউনিয়নের রাজ্য কাউন্সিলের নিকট আপীল করারও অধিকার থাকবে।

(ঘ) পরপর তিনটি কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় (জরুরী সভা বাদে) অনুপস্থিত থাকলে সম্বন্ধীকৃত এ্যাসোসিয়েশন/ইউনিয়নসমূহের সদস্যপদ বাতিল বলে বিবেচিত হতে পারে।

৬। কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিভিন্ন স্তরের কমিটির গঠন

(ক) কো-অর্ডিনেশন কমিটির একটি কেন্দ্রীয় কমিটি থাকবে এবং সম্বন্ধীকৃত প্রতিটি এ্যাসোসিয়েশন এবং ইউনিয়নের তিন (৩) জন করে প্রতিনিধি নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হবে।

(খ) কো-অপশন ঃ (১) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রয়োজনবোধে বর্তমানে চাকুরীরত নন এইরূপ সর্বাধিক দশ (১০) জনকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে সদস্য হিসাবে "কো-অপ্‌ট্" করতে পারবে।

(২) জেলা কমিটি প্রয়োজন বোধে বর্তমানে চাকুরীরত নন এইরূপ সর্বাধিক পাঁচ (৫) জনকে জেলা কমিটির সদস্য হিসাবে কো-অপ্‌ট্ করতে পারবে। মহকুমা কমিটি প্রয়োজনবোধে বর্তমানে চাকুরীরত নন এরূপ সর্বাধিক দুই (২) জনকে মহকুমা কমিটির সদস্য হিসাবে কো-অপ্‌ট্ করতে পারবে।

(৩) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রয়োজনবোধে অন্তর্ভুক্ত সমিতিসমূহের সক্রিয় কর্মীদের (কর্মরত কর্মচারী) মধ্য থেকে সর্বাধিক সাত (৭) জনকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে সদস্য হিসাবে কো-অপ্‌ট্ করতে পারবে। তবে কোন সমিতি থেকে সাধারণভাবে একাধিক সদস্যকে কো-অপ্‌ট্ করা যাবে না। জেলা কমিটি প্রয়োজনবোধে অন্তর্ভুক্ত সমিতিসমূহের সক্রিয় কর্মীদের (কর্মরত কর্মচারী) মধ্য থেকে সর্বাধিক দুই (২) জনকে জেলা কমিটির সদস্য হিসাবে কো-অপ্‌ট্ করতে পারবে। তবে কোনও সমিতি থেকে সাধারণভাবে একাধিক সদস্যকে কো-অপ্‌ট্ করা যাবে না।

(গ) কো-অর্ডিনেশন কমিটির একটি রাজ্য কাউন্সিল থাকবে এবং রাজ্য কাউন্সিল প্রতিটি সম্বন্ধীকৃত এ্যাসোসিয়েশন/ইউনিয়ন কর্তৃক মনোনীত কেন্দ্রীয় কমিটির তিন (৩) জন প্রতিনিধি সহ চার (৪) জন প্রতিনিধি এবং জেলা

সম্পাদকসহ প্রতিটি জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির তিন (৩) জন প্রতিনিধি এবং ৬নং নিয়মাবলীর (খ) ধারা অনুযায়ী কো-অপ্ট্ সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে।

(ঘ) কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় স্তরে দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য একটি সম্পাদকমণ্ডলী থাকবে এবং সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক, সহ-সম্পাদকদ্বয়, দপ্তর সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষসহ কেন্দ্রীয় কমিটির আঠারো (১৮) জন সদস্যকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হবে।

৭। কর্মকর্তা

কো-অর্ডিনেশন কমিটির একজন সভাপতি, তিনজন সহ-সভাপতি, একজন সাধারণ সম্পাদক, একজন যুগ্ম-সম্পাদক, দুজন সহ-সম্পাদক, একজন দপ্তর সম্পাদক এবং একজন কোষাধ্যক্ষ থাকবে।

৮। নির্বাচন

(ক) **রাজ্য কাউন্সিল ঃ** কেন্দ্রীয় কমিটি জেলা/অঞ্চল অথবা নিম্নতর পর্যায়ের কো-অর্ডিনেশন কমিটিগুলিতে এ্যাসোসিয়েশন/ইউনিয়নসমূহের প্রতিনিধিদের সংশ্লিষ্ট এ্যাসোসিয়েশন অথবা ইউনিয়ন যেভাবে যোগ্য ও উচিত মনে করবে সেভাবে নির্বাচিত অথবা মনোনীত করবে।

রাজ্য কাউন্সিলে জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিনিধিরা জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে জেলা সম্মেলনে নির্বাচিত হবেন।

(খ) কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

(গ) কর্মকর্তাগণ রাজ্য সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। কেন্দ্রীয় কমিটির একজন হিসাবরক্ষক থাকবেন। হিসাবরক্ষক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

(ঘ) দুইটি সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়ে মৃত্যুজনিত অথবা অন্য কারণে স্থায়ীভাবে অনুপস্থিতির জন্য কোন স্তরের কো-অর্ডিনেশন কমিটির কর্মকর্তার পদ শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট স্তরের কমিটি সভা থেকে সেই স্তরের কমিটি সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে ওই শূন্য পদ পূরণ করা যেতে পারে।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিকে রাজ্য কাউন্সিল অথবা কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অথবা জেলা আঞ্চলিক অথবা নিম্নস্তর পর্যায়ের যে কোন কমিটি থেকে প্রত্যাহার করে নেবার অধিকার সম্বন্ধীকৃত এ্যাসোসিয়েশন/ইউনিয়নগুলির থাকবে। কিন্তু যে কোন স্তরে কো-অর্ডিনেশন কমিটির কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছেন এমন কোন প্রতিনিধিকে প্রত্যাহার করতে হলে সংশ্লিষ্ট সমিতিকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশনকমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন নিতে হবে।

(চ) জেলা, মহকুমা ও ব্লক কো-অর্ডিনেশন কমিটির কর্মকর্তাগণ যথাক্রমে জেলা, মহকুমা এবং ব্লক সম্মেলন থেকে সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন।

৯। রাজ্য সম্মেলন

(ক) সাধারণভাবে প্রতি তিন বৎসরে একবার রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এবং রাজ্য সম্মেলন হবে প্রতিনিধিদের সম্মেলন।

(খ) রাজ্য সম্মেলনে প্রতিটি এ্যাসেসিয়েশন/ইউনিয়ন পনেরো (১৫) জন প্রতিনিধি প্রেরণ করবে। প্রতিটি জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিনিধিদের মোট সংখ্যা হবে পনেরো (১৫) জন; এছাড়া জেলার প্রতিটি মহকুমা কমিটির জন্য এক (১) জন করে অতিরিক্ত প্রতিনিধি প্রাপ্য হবে এবং জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি এমনভাবে প্রতিনিধি পাঠাবে যাতে প্রতিটি মহকুমা কমিটি থেকে অন্ততঃ একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত হন।

(গ) বিদায়ী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা পদাধিকার বলে সম্মেলনে প্রতিনিধি হবেন।

(ঘ) সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী দর্শক প্রতিনিধি রাজ্য সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারবেন। কিন্তু তাঁদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

(ঙ) রাজ্য সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক অথবা তাঁর পক্ষে যুগ্ম-সম্পাদক কো-অর্ডিনেশন কমিটির কার্যাবলীর বিবরণ পেশ করবেন এবং কোষাধ্যক্ষ নিরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করবেন।

১০। জেলা, মহকুমা ও ব্লক সম্মেলনসমূহ

(ক) কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্মলনের পূর্বে জেলা, মহকুমা ও ব্লক

কো-অর্ডিনেশন কমিটিগুলির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। জেলা সম্মেলনে প্রতিটি এ্যাসোসিয়েশন/ইউনিয়ন নয় (৯) জন প্রতিনিধি পাঠাবে। বিদায়ী জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরা পদাধিকারবলে সম্মেলনে প্রতিনিধি হবেন। প্রতিটি মহকুমা, জেলা সম্মেলনে ছয় (৬) জন প্রতিনিধি পাঠাবে। যে সব জেলায় কোন মহকুমা নেই সেই ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্লক কো-অর্ডিনেশন কমিটি দুই (২) জন করে প্রতিনিধি জেলা সম্মেলনে পাঠাবে। যে সমস্ত জেলায় মহকুমা আছে, সে সমস্ত জেলার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্লক কো-অর্ডিনেশন কমিটি এক (১) জন করে প্রতিনিধি জেলা সম্মেলনে পাঠাবে।

(খ) জেলা সম্মেলনের পূর্বে প্রতিটি এ্যাসোসিয়েশন/ইউনিয়নের পাঁচ (৫) জন করে প্রতিনিধি নিয়ে মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। বিদায়ী মহকুমা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরা পদাধিকারবলে সম্মেলনে প্রতিনিধি হবেন। প্রতিটি ব্লক কো-অর্ডিনেশন কমিটি মহকুমা সম্মেলনে দুই (২) জন প্রতিনিধি পাঠাবে।

(গ) ব্লক সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত হবে মহকুমা সম্মেলনের পূর্বে। সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটিগুলি যেমন উপযুক্ত ও সঠিক মনে করবে, প্রতিটি এ্যাসোসিয়েশন/ইউনিয়ন থেকে তেমন সংখ্যক প্রতিনিধিদের নিয়ে ঐ সম্মেলনসমূহ অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) জেলা, মহকুমা ও ব্লক সম্মেলন ৯(ঘ) ধারা অনুযায়ী জেলা কমিটিগুলি দর্শক প্রতিনিধি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

১১। ক্ষমতা ও কর্মপদ্ধতি

(ক) দুটি রাজ্য সম্মেলনের অন্তর্বর্তী সময়ে রাজ্য কাউন্সিল কো-অর্ডিনেশন কমিটির কার্য পরিচালনার সামগ্রিক এবং সাধারণ নীতি ও পন্থা নির্ধারণ করবে।

(খ) কেন্দ্রীয় কমিটি কো-অর্ডিনেশন কমিটির দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনা করবে এবং যখন প্রয়োজন রাজ্য কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত সামগ্রিক এবং সাধারণ নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নীতি ও কার্যধারা প্রণয়ন করবে।

(গ) যথাযথভাবে কাজকর্ম সম্পাদন করবার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি বিভিন্ন উপসমিতি গঠন করতে পারবে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় কমিটি মুখপত্র প্রকাশ করবে। মুখপত্রের একজন সম্পাদক এবং প্রয়োজনবোধে একজন অথবা দুইজন সহযোগী সম্পাদক থাকবেন।

মুখপত্রের সম্পাদককে অবশ্যই কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হতে হবে।

মুখপত্রের সম্পাদক ও সহযোগী সম্পাদকগণ কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

(ঙ) সাধাণর সম্পাদক সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা করবেন। সাধাণর সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম-সম্পাদক তাঁর পক্ষে কাজ করবেন।

(চ) সম্পাদকমণ্ডলী সাধারণ সম্পাদককে তাঁর কাজকর্মের ব্যাপারে সাহায্য করবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে সম্পাদকমণ্ডলী জরুরী প্রয়োজনবোধে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(ছ) কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে যেসব অর্থ গৃহীত হবে অথবা ব্যয় করা হবে, তার জন্য কোষাধ্যক্ষ দায়ী থাকবেন। হিসাবরক্ষক হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকবেন।

(জ) দপ্তর সম্পাদক দপ্তর পরিচালনার জন্য দায়ী থাকবেন।

(ঝ) সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতিদের মধ্যে একজন সভাপতিত্ব করবে। যখন সভাপতি অথবা সহ-সভাপতিদের মধ্যে কেউ উপস্থিত থাকবেন না তখন সভা উক্ত সভার কার্য পরিচালনার জন্য নিজস্ব সভাপতি নির্বাচন করবে।

(ঞ) বছরে সাধারণভাবে তিনবার রাজ্য কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হবে, মাসে সাধারণভাবে একবার কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং পক্ষকালের মধ্যে সাধারণভাবে একবার সম্পাদকমণ্ডলীর সভা অনুষ্ঠিত হবে।

১২। কোরাম

সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

১৩। নোটিশ

রাজ্য কাউন্সিলের প্রত্যেকটি সভার জন্য পনেরো (১৫) দিনের নোটিশের প্রয়োজন হয়। কেবলমাত্র জরুরী অবস্থায় সাত (৭) দিনের নোটিশ যথেষ্ট হবে। সাধারণভাবে পাঁচ (৫) দিনের নোটিশ দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি কমিটির সভা ডাকা হবে। অবশ্য ২৪ ঘন্টার নোটিশেও জরুরী সভা ডাকা যাবে। রাজ্য সম্মেলনের

জন্য এক মাসের নোটিশের প্রয়োজন হবে।

১৪। তহবিল

(ক) কো-অর্ডিনেশন কমিটির তহবিল কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক আন্দোলন পরিচালনা, কাজকর্ম সম্পাদন এবং কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে। তহবিল এক বা একাধিক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকবে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নামে এ্যাকাউন্ট খোলা হবে এবং যৌথভাবে কোষাধ্যক্ষ ও সাধারণ সম্পাদক এবং/অথবা যুগ্ম-সম্পাদক এ্যাকাউন্ট পরিচালনা করবেন।

(খ) বছরে একবার, সাধারণত মে-জুন মাসে, কো-অর্ডিনেশন কমিটি সাধারণ কর্মচারীদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করবে। সংগ্রহের পদ্ধতি এবং জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটিগুলিকে প্রদেয় অংশ অথবা পরিমাণ এই তহবিল সংগ্রহের পূর্বেই কেন্দ্রীয় কমিটি নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় কমিটি তহবিলের জন্য যে কোন সময়ে বিশেষ আহ্বান জানাতে পারবে। কেন্দ্রীয় কমিটি বিশেষ দানও গ্রহণ করতে পারবে। তহবিলের যথাযথ ব্যবহারের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি দায়ী থাকবে।

কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি সময়ে সময়ে জেলা এবং কলকাতার আঞ্চলিক কো-অর্ডিনেশন কমিটিগুলিকে স্ব স্ব জেলা এবং অঞ্চলের খরচ নির্বাহের জন্য অর্থ প্রদান করবে।

(গ) কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ এককালীন ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার বেশী হাতে মজুত রাখবেন না।

(ঘ) যে কোন সময়ে সাধারণ সম্পাদকের অনধিক ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা ব্যয় করার ক্ষমতা থাকবে।

(ঙ) কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক কেন্দ্রীয় দপ্তরের দৈনন্দিন কাজে খরচের জন্য আগাম নগদ ১০০০ (এক হাজার) টাকা রাখতে পারবেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতি বছর নিরীক্ষা (অডিট) করানো হবে।

(চ) জেলার কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য প্রতিটি জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির একটি তহবিল থাকবে এবং মহকুমা এবং ব্লক কো-অর্ডিনেশন

কমিটিগুলির খরচপত্র সেই তহবিল থেকে প্রদান করা হবে। এই ধারাটি কলকাতার অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন নিয়ে প্রয়োজনবোধে জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি জেলার অভ্যন্তরে তহবিল সংগ্রহের আহ্বান জানাতে পারবে। জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি সদস্য এ্যাসোসিয়েশন/ইউনিয়নগুলির উপর মাসিক/নিয়মিত ব্যবধানে "লেভি" নির্ধারণ করতে পারবে।

(ছ) জেলা থেকে সংগৃহীত অর্থের অংশ হিসাবে কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট থেকে জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি সময়ে সময়ে যে অর্থ পাবে সেই অর্থ, স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থ এবং সম্বন্ধীকৃত এ্যাসোসিয়েশন/ইউনিয়নগুলির কাছ থেকে যদি কোন লেভি সংগৃহীত হয় তবে সেই অর্থ এবং অন্যান্যভাবে সংগৃহীত অর্থ নিয়ে জেলা তহবিল গঠিত হবে। জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির তহবিল কোন তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কে জমা থাকবে এবং যৌথভাবে কোষাধ্যক্ষ এবং সম্পাদক এবং/অথবা যুগ্ম সম্পাদক পরিচালনা করবেন। নিরীক্ষিত আয় ব্যয়ের হিসাব প্রতিবছর কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠাতে হবে এবং যখন জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে তখন সেখানে পেশ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির অনুমোদনক্রমে মহকুমা কমিটি ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রাপ্য অর্থ কোন তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কে জমা রাখতে পারবে। উক্ত ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট যৌথভাবে কোষাধ্যক্ষ এবং সম্পাদক এবং/অথবা যুগ্ম সম্পাদক পরিচালনা করবেন। এক্ষেত্রে মহকুমার ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির তহবিলের অংশ হিসাবে গণ্য করা হবে।

(জ) জেলা কোষাধ্যক্ষ এককালীন ২০০০ (দুই হাজার) টাকার বেশী হাতে মজুত রাখতে পারবেন না।

(ঝ) জেলা ও কলকাতার অঞ্চল সম্পাদকের এককালীন অনধিক ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা ব্যয় করার ক্ষমতা থাকবে।

১৫। জেলা, মহকুমা এবং ব্লক কো-অর্ডিনেশন কমিটিসমূহ ও গ্রাম পঞ্চায়েত ইউনিট

(ক) কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি এ্যাসোসিয়েশন ও ইউনিয়নের জেলা শাখাগুলি আপনা থেকেই জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির

সদস্য হবে। একইভাবে মহকুমা এবং ব্লক কো-অর্ডিনেশন কমিটিগুলি গঠিত হবে। সদর মহকুমার জন্য কোন মহকুমা কো-অর্ডিনেশন কমিটি থাকবে না। কলকাতার অঞ্চলগুলিকে জেলা হিসাবে গণ্য করা হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি অঞ্চলগুলি নির্ধারণ করবে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলির সদস্যদের নিয়ে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত ইউনিট গঠিত হবে।

(খ) জেলার প্রতিটি এ্যাসোসিয়েশন/ইউনিয়নের দুইজন করে প্রতিনিধি নিয়ে জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হবে। একইভাবে যথাক্রমে মহকুমা ও ব্লকের প্রতিটি এ্যাসোসিয়েশন/ইউনিয়নের দুইজন করে প্রতিনিধি নিয়ে মহকুমা ও ব্লক ও কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হবে। ব্লক কমিটিগুলি সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই গ্রাম পঞ্চায়েত ইউনিটের জন্য অনধিক ৫ (পাঁচ) জন সদস্যকে নিয়ে একটি কমিটি ও ঐ কমিটির একজন আহ্বায়ক মনোনীত করবে। কেন্দ্রীয়ভাবে কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোন এ্যাসোসিয়েশন অথবা ইউনিয়ন জেলা/মহকুমা কো-অর্ডিনেশন কমিটির অথবা নিম্নতর পর্যায়ের কমিটিগুলির সদস্য পদের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

যে সমস্ত এ্যাসোসিয়েশন এবং ইউনিয়নের দুইজন প্রতিনিধিই হয় পদাধিকার এবং/অথবা ১৫নং নিয়মাবলীর (চ) ধারা অনুযায়ী সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হবেন, তাঁদের ক্ষেত্রে সেই এ্যাসোসিয়েশন অথবা ইউনিয়নের জেলা কাউন্সিলের সদস্য জেলা কমিটির সভায় অতিরিক্ত সদস্য হিসাবে যোগ দিতে পারবেন, কিন্তু তার ভোট দেবার কোন অধিকার থাকবে না।

(গ) জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি এ্যাসোসিয়েশন/ইউনিয়নের দুইজন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যসহ তিনজন প্রতিনিধি এবং প্রতিটি মহকুমা কো-অর্ডিনেশন কমিটির দুইজন প্রতিনিধিকে নিয়ে জেলা কাউন্সিল গঠিত হবে। কলকাতা অঞ্চলগুলি এই উপধারার আওতাভুক্ত হবে না।

(ঘ) **কলকাতার অঞ্চল ঃ** কলকাতার প্রতিটি অঞ্চলকে কয়েকটি 'সেক্টরে' বিভক্ত করা যেতে পারে। ভৌগলিক অবস্থান, দপ্তরসমূহের অবস্থান, কর্মচারী সংখ্যা প্রভৃতি বিবেচনা করে অঞ্চল কমিটি সেক্টরসমূহ নির্ধারণ করবে। প্রত্যেক সেক্টরে একটি সেক্টর কমিটি থাকবে। সেক্টর কমিটির একজন আহ্বায়ক থাকবে। সেক্টরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সমিতির কর্মীদের মধ্য থেকে অঞ্চল কমিটি সেক্টর কমিটি ও তার আহ্বায়ককে মনোনয়ন করবে। অঞ্চল কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ রূপায়িত করার জন্য সেক্টর কমিটি নিয়মিত সভা করবে।

কলকাতার প্রতিটি অঞ্চলে একটি করে অঞ্চল কাউন্সিল থাকবে। অঞ্চলের অন্তর্গত প্রতিটি সমিতির অঞ্চল কমিটির দুইজন প্রতিনিধিসহ তিনজন সদস্য এবং প্রতিটি সেক্টর কমিটির আহ্বায়কসহ দু'জন সদস্য নিয়ে অঞ্চল কাউন্সিল গঠিত হবে। অঞ্চল কাউন্সিল বছরে অন্তত তিনবার সভা করবে। অঞ্চল সম্মলনে প্রত্যেকটি সেক্টর কমিটি অনধিক ৬ (ছয়) জন প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে।

(ঙ) জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি জেলার কাজকর্ম পরিচালনা করবে। জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির একজন সভাপতি, দুইজন সহ-সভাপতি, একজন সম্পাদক, একজন যুগ্ম-সম্পাদক, দুইজন সহ-সম্পাদক, একজন দপ্তর সম্পাদক এবং একজন কোষাধ্যক্ষ থাকবেন এবং তাঁরা জেলা কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে জেলা সম্মেলন থেকে নির্বাচিত হবেন। জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির হিসাবরক্ষণের জন্য একজন হিসাব রক্ষক থাকবে। হিসাবরক্ষক জেলা কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে জেলা কমিটির সভায় নির্বাচিত হবে। মহকুমা কো-অর্ডিনেশন কমিটি মহকুমার কার্য পরিচালনা করবে এবং তার একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, একজন সম্পাদক, একজন যুগ্ম-সম্পাদক, একজন কোষাধ্যক্ষ এবং একজন দপ্তর সম্পাদক থাকবেন।

একইভাবে ব্লক কো-অর্ডিনেশন কমিটি ব্লকের কার্য পরিচালনা করবে এবং তার একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, একজন সম্পাদক, একজন যুগ্ম-সম্পাদক এবং একজন কোষাধ্যক্ষ থাকবেন। জেলা কমিটি একজন হিসাব পরীক্ষক (অডিটর) নিয়োগ করবে।

(চ) জেলা/অঞ্চল, মহকুমা, ব্লক কো-অর্ডিনেশন কমিটিগুলি তাদের সুষ্ঠু কাজকর্মের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করতে পারবে। সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক, সহ-সম্পাদকদ্বয়, কোষাধ্যক্ষ, দপ্তর সম্পাদক এবং আরও ৯ (নয়) জন সদস্যকে নিয়ে জেলা/কলকাতার অঞ্চল সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হবে। সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, দপ্তর সম্পাদক এবং আরও ৫ (পাঁচ) জনকে নিয়ে মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হবে। সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষসহ মোট ৫ (পাঁচ) জন সদস্যকে নিয়ে ব্লক সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হবে। জেলা/কলকাতার অঞ্চল, মহকুমা ও ব্লক সম্পাদকমণ্ডলী সংশ্লিষ্ট কমিটির সভায় সংশ্লিষ্ট কমিটি সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন।

(ছ) জেলা/কলকাতার অঞ্চল, মহকুমা এবং ব্লক কো-অর্ডিনেশন কমিটিগুলির সভা অন্ততঃ দু'মাসে একবার অনুষ্ঠিত হবে। জেলা কাউন্সিল সভা অন্ততঃ চার মাসে একবার অনুষ্ঠিত হবে।

(জ) স্থানীয় সাংগঠনিক প্রয়োজনে মহকুমা কমিটির নিম্নতর পর্যায়েও টিম গঠন করা যেতে পারে। এই ধরনের টিমগুলিকে গঠন করা, সেগুলির আকার, সদস্যদের সংখ্যা এবং তাঁদের মনোনয়ন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহকুমা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। জেলা সদরে সংগঠনের সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকরী করার জন্য সদরের ভৌগলিক সীমানাকে কয়েকটি সেক্টরে ভাগ করে সেক্টর টিম গঠন করা যেতে পারে। সেক্টরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সমিতির সক্রিয় কর্মীদের মধ্য থেকে জেলা কমিটি সেক্টর টিম এবং তার আহ্বায়ককে মনোনয়ন করবে। সংগঠনের সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকরী করার লক্ষ্যে সেক্টর টিম নিয়মিত সভা করবে। জেলা সদরের সেক্টর টিমগুলি অনধিক ২ (দুই) জন প্রতিনিধি জেলা সম্মেলনে পাঠাতে পারবে।

(ঝ) এই গঠনতন্ত্রে নির্ধারিত নেই এমন অন্যকিছু উপরোক্ত নিয়মাবলীর নীতি অনুযায়ীই হবে।

১৬। সহযোগী সংগঠন

(ক) কেন্দ্রীয় কমিটি সহযোগী সংগঠন রাখতে পারবে। অন্তর্ভুক্ত নয়, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের এমন কোন সংগঠন এবং ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কর্মচারীদের সংগঠন এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্সদের সংগঠন নিয়মাবলীতে উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মেনে চললে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহযোগী সংগঠন হিসাবে তালিকাভুক্ত হবার জন্য লিখিতভাবে আবেদন করতে পারবে। এরকম আবেদনপত্রের উপর কেন্দ্রীয় কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্য কাউন্সিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(খ) রাজ্য কাউন্সিলের এবং জেলা কাউন্সিলের সভায় সাধারণভাবে তালিকাভুক্ত সহযোগী সংগঠনগুলিকে ডাকা হবে। মহকুমা কমিটি ও ব্লক কমিটির সভাতে সহযোগী সংগঠন সমূহকে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে। এসকল সভাগুলিতে সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে কিন্তু তাঁদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

বিভিন্ন স্তরের সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলির সিদ্ধান্ত অনুসারে সহযোগী সংগঠনসমূহ থেকে দর্শক প্রতিনিধি নেওয়া যেতে পারে।

(গ) তালিকা ভুক্ত সহযোগী সংগঠন যদি এধরনের কোন কাজ করে যা কেন্দ্রীয় কমিটির মতে কো-অর্ডিনেশন কমিটির স্বার্থের পরিপন্থী তবে সংশ্লিষ্ট সংগঠনকে সহযোগী তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

১৭। সম্পত্তি

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানার অধিকারী হতে পারবে।

১৮। বিবিধ

(ক) সদস্য এ্যাসোসিয়েশন এবং ইউনিয়নগুলি সহযোগী সংগঠনসমূহ জেলা/অঞ্চল, মহকুমা ও ব্লক কো-অর্ডিনেশন কমিটিগুলি কো-অর্ডিনেশন কমিটির নির্দেশ পালন করা এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত কর্মসূচী প্রতিপালনের জন্য দায়ী থাকবে। সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যাপারে কো-অর্ডিনেশন কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করা হবে তাদের কর্তব্য।

(খ) যে কোন স্তরের কো-অর্ডিনেশন কমিটির কর্মকর্তা অথবা কোন সদস্য যদি সংগঠন অথবা গৃহীত নীতি-বিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হন অথবা ঐ ধরনের কাজকর্মকে প্রশ্রয় দেন তবে ঐ কর্মকর্তা/সদস্য সম্পর্কে অপসারণ, বহিষ্কার, সাময়িক বহিষ্কার এবং অন্যান্য সাংগঠনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় কমিটির থাকবে। কেন্দ্রীয় কমিটি সংশ্লিষ্ট সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে আলোচনা ক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঐ সদস্যের রাজ্য কাউন্সিল এবং রাজ্য সম্মেলনের নিকট আবেদন করার অধিকার থাকবে।

(গ) কো-অর্ডিনেশন কমিটির নিম্নতর পর্যায়ের যে কোন স্তরের কমিটির কার্যকলাপ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির গৃহীত নীতি, সিদ্ধান্ত, আদর্শ ও স্বার্থের পরিপন্থী হলে, প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় কমিটি সংশ্লিষ্ট কমিটিকে বাতিল করে 'এড-হক্' কমিটি গঠন করতে পারবে।

(ঘ) প্রতিটি অন্তর্ভুক্ত এ্যাসোসিয়েশন/ইউনিয়ন এবং সহযোগী সংগঠনসমূহ তার সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে সদস্য সংখ্যা, নিরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং বাৎসরিক রিপোর্টসহ একটি বিবরণী প্রেরণ করবে।

(১৯) আগাম ৩০ দিনের নোটিশ দিয়ে রাজ্য সম্মেলনে এই নিয়মাবলীর যে কোন বিধান সংশোধন বা রদ করা যেতে পারে।

(২০) এই নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোনও সভায় সভাপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।